কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমানবন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং- ১২.২০.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.১৭- ৭৭৪ তারিখ: ২০/০১/২০২০ খ্রি:

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষন: জনাব মো: মফিজুল ইসলাম, সহকারী সচিব, নীতি শাখা-৪, কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়: কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য বা প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র : কৃষি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ১২.০০.০০০০.০৭৬.১৬.০০১.২০-১০, তারিখ: ০৮/০১/২০২০ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, এপিএ-তে কর্মসম্পাদন সূচক হিসেবে অন্তভুক্তির প্রেক্ষিতে এবং ০৮/০১/২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপিসি অনুবিভাগের ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর তথ্যাদি আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২০/০১/২০২০

(ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)

সংযুক্তি: বর্ননা মোতাবেক।

অনুলিপি:

১। পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা (বিএআরসি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২১/০১/২০

ফোন: +৮৮০-২-৯১৩৫৫৮৭, +৮৮০-২-৯১১০৮৪২; ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯১২৮০৬১, +৮৮০-২-৮১১০৯২৪
ই-মেইল: ec-barc@barc.gov.bd, info@barc.gov.bd; ওয়েবসাইট: www.barc.gov.bd

দেশে কৃষি জমি অ-কৃষি জমিতে রুপান্তর সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ভূমি সম্পদ বাংলাদেশের গ্রামীন জনপদের জীবন জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস, যদিও দেশে মাথাপিছু জমির পরিমান অত্যন্ত কম (মাথাপিছু মাত্র ০.০৬ হেক্টর)। দেশের মোট কৃষি জমির পরিমান সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা/অধিদপ্তর এর তথ্য উপাত্তের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ২০১০ সালের এক প্রতিবেদনে দেশের মোট কৃষি জমিরি পরিমান ৯.৫ মিলিয়ন হেক্টর বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক ২০১১ সালে এর পরিমান ৮.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর এবং একই বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ৯.১ মিলিয়ন হেক্টর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জমির পরিমান হিসাবের পদ্ধতিগত ও সময়ের পার্থক্যের কারণে সম্ভবত এ পার্থক্য হয়ে থাকতে পারে।

কৃষি জমি অ-কৃষি জমিতে রুপান্তর সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা/অধিদপ্তর এর তথ্য উপাত্তের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। ২০০৩ সালে ইএনডিপি কর্তৃক বছরে ১% হারে কৃষি জমি অ-কৃষি জমিতে রুপান্তর হয় বলে উল্লেখ করা হয়। একই বছরে রহমান ও হাসান কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ পরিবর্তনের হার ০.১৩% বলে উল্লেখ করা হয়য়েছে এবং বিবিএস কর্তৃক ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত এ পরিবর্তনের হার ০.২৭% বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১০ সালে রহমান কর্তৃক প্রকাশিত অন্য এক প্রতিবেদনে ১৯৮৪-২০০৬ সময়কালে কৃষি জমি বছরে ০.১% হারে বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শিল্প কারখানা তৈরীতে ব্যবহৃত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের মোট জমির পরিমান ছিল ১৪৪৮৭৩ বর্গ কিলোমিটার যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে হয় ১৪৫৩০৬ বর্গ কিলোমিটার এবং ২০১০ সালে হয় ১৪৫৭৭৮ বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণের উপকূল অঞ্চলে চর জাগার কারণে মূলত দেশের মোট জমির পরিমান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে কৃষি জমির পরিমান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে দেখা যাচ্ছে। ১৯৭৬ সালে দেশে কৃষি জমি ছিল ৯১.৮৩%, যা হ্রাস পেয়ে ২০০০ সালে হয় ৮৭.৬৯% এবং ২০১০ সালে হয় ৮৩.৫৩%। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশে কৃষি জমি হ্রাস পায় ৫৬১৩৮০ হেক্টর এবং ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত হ্রাস পায় ৫৬৫৩৭০ হেক্টর। এ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কৃষি জমি অধিক হারে অ-কৃষি জমিতে রুপান্তরিত হয়েছে এবং এর শতকরা হার ০.৭২৮। বর্তমানে (২০১৯) মোট আবাদী জমির পরিমান ৮.৫৮ মিলিয়ন হে. যা ২০১০ সালে ছিলো ৯.৫০ মিলিয়ন হেক্টর (এসআরডিআই)। বিগত ১০ বছরে বিভিন্ন অকৃষিখাত যেমন অপরিকল্পিত আবাসন, শিল্পায়ন, বসতবাড়ী, মাছের খামার, রাস্তাঘাট ইত্যাদিতে চলে গেছে ০.৯২ মিলিয়ন হেক্টর। প্রস্তাবিত কৃষি জমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন দ্রুত পাশ করে কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিজমির অপরিকল্পিত ব্যবহার রোধ করা উচিত।

১৯/০১/2020

ড. মোঃ বক্তীয়ার হোসেন
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা)
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট; ঢাকা-১২১৫